১৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ৩0 AUG 1997
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

প্রাথমিক শিক্ষা ৩২ সমস্যায় কণ্টকিত !

কাওসার রহমান

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থবিরতা চলছে এখন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, দক্ষ মনিটরিং ব্যবস্থা এবং বিরাজমান সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার অভাবে বিগত বছরগুলোর অগ্রগতিও ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ৩২ রকমের সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে ভর্তির সুযোগ-সুবিধা থেকে শুরু করে গুণগত মান এমনকি ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যন্ত রয়েছে। অতীতে ১৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে নজিরবিহীন অর্থ খরচ করা হলেও এসব মূল সমস্যা নিরসনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং ব্যবস্থা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র পাওয়া গেছে তা হলো প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয় শিক্ষার্থী অনুপাতে শ্রেণী কক্ষের স্বল্পতা রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় আসবাবপত্র অপ্রতুল। শিক্ষার্থীদের মেঝেতে বসে ক্লাস

(১৫ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

করতে হয়। শিক্ষা উপকরণ নেই। কোন কোন বিদ্যালয়ে উপকরণ থাকলেও ব্যবহার হয় না। পাঠ্যপুস্তক অপর্যাপ্ত। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে সরকার প্রদত্ত বই কালোবাজারে চলে যায়। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই পানীয়জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। দেশের ৯৯ ভাগ বিদ্যালয়ে নেই সীমানা প্রাচীর। ফলে বহিরাগত লোকজন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে অসামাজিক কাজ-কর্ম চালায়।

যে সকল অভিভাবক দারিদ্র্যসীমার নিচে তাদের সন্তানরা অধিকাংশই বিদ্যালয়ে আসে না। আবার ভর্তি হলেও নিয়মিত উপস্থিত হয় না। বিদ্যালয় শিশুর কাছে আকর্ষণীয় না হওয়ায় শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে এক সময় ভর্তিকৃত শিশুটি বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। অনেক সচ্ছল পরিবারের সন্তানরাও সামাজিক অপধারায় যুক্ত হয়ে বিদ্যালয়ে আসছে না।

শিক্ষার গুণগতমানও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যুগোপযোগী ধ্যান ধারণার অভাবে অধিকাংশ শিক্ষকের গুণগত মানই স্বাভাবিকের চাইতে নিচে। আবার যারা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকেন তাদের গুণগত মানও উচ্চ নয়। ফলে শিশুদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শ্রেণীকক্ষে যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদান নিশ্চিত করা হয় না। শিক্ষকদের জবাবদিহিতাও যথেষ্ট নয়। শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তঃথানা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। থানাগুলোতে বিদ্যালয়ের কোন সমতা নেই। বর্তমানে কোন থানায় সর্বোচ্চ ২৫৩টি আবার কোন থানায় সর্বনিম্ন ১০টি বিদ্যালয় রয়েছে। ফলে যে সকল থানায় দুই শতাধিক স্কুল রয়েছে, সেখানে প্রশাসনিক ভারসাম্য রক্ষা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা মনিটরিংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা দূরের কথা তাদের নিজস্ব কোন দফতরও নেই। সারা দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হলো ৩০ থেকে ৫০ জন ছাত্রের জন্য মাত্র একজন শিক্ষক। শিক্ষকদের চাকরিতে কোন ইনসেনটিভ নেই। স্থানীয় পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটিগুলোর কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। বছরে কমিটির ১১টি বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও ২/৩টির বেশি হয় না।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, সুষ্ঠু মনিটরিংয়ের অভাবে তাও ধরে রাখা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য এই কর্মসূচী চালুর পর বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৭০ শতাংশ থেকে ৯২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ড্রপ আউটের সংখ্যা ৮/৯ শতাংশে নেমে এসেছিল।

দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার তদারকি ও মনিটরিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণ। অথচ সবচেয়ে অবহেলার শিকার এই কর্মকর্তারা। আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা দূরের কথা, তাদের নিজস্ব কোন অফিস নেই। যাতায়াতের জন্য নেই যানবাহন এবং প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ভাতার ব্যবস্থা। পদোন্নতির সীমিত সুযোগ (মাত্র ২০ শতাংশ) সারা দেশের দুই হাজার ৬০ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের মধ্যে তীব্র হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে তাদের সমস্যার সমাধানে বার বার তাগিদ দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অধিদফতরের আন্তরিকতার অভাবে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার সমিতির সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ জনকণ্ঠকে জানান, প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ খুবই জটিল ও কঠিন কাজ। সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারদের পরিদর্শনাধীন একটি বিদ্যালয় থেকে অপর একটি বিদ্যালয়ের দূরত্ব তিন থেকে সাত মাইল। বিশেষত হাওড় অঞ্চলগুলোতে এই দূরত্ব ১০ থেকে ২৫ মাইল পর্যন্ত। বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করতে ছয় থেকে ১৪ মাইল পথ হাঁটতে হয়। অফিসারদের মূল কাজ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পাঠদানের ওপর পরামর্শ-নির্দেশনা প্রদান। সেক্ষেত্রে মাইলের পর মাইল হেঁটে বিদ্যালয়ে পৌঁছে সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন, তদারকি, পাঠদানে শিক্ষকদের যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মানসিকতা না থাকাই স্বাভাবিক। তিনি জানান, দাতাগোষ্ঠীর সহায়তার আশ্বাস সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সহকারী শিক্ষা অফিসারদের জন্য মটর সাইকেলের ব্যবস্থা হয়নি। মূল সমস্যাগুলোর সমাধান না করে শুধু অর্থ বরাদ্দ করলে সাফল্যের পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষায় স্থবিরতা নেমে আসাই স্বাভাবিক।